গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd এবং www.hajj.gov.bd

স্মারক নং- ১৬.০০.০০০০.০০৩.৪০.০২৮.২৫- ১০৮৬

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪৩২ / ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৬

হজ একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা। রাজকীয় সৌদি সরকার এবং হজযাত্রী প্রেরণকারী দেশের যৌথ ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ হজযাত্রী প্রেরণকারী দেশ। ২০২৬ সনের (৯ জিলহজ ১৪৪৭ হিজরি) পবিত্র হজ ২৬ মে (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে) সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হবে। হজ ২০২৬ মৌসুমে বাংলাদেশের ১২৭১৯৮ জন (সম্ভাব্য) হজযাত্রী পবিত্র হজ পালন করতে পারবেন।

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর ধারা ৫(২)(খ) অনুসারে 'হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি'র অনুমোদনক্রমে সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য **'হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ)', 'হজ প্যাকেজ-২' ও 'হজ প্যাকেজ-৩' এবং বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য 'বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ' প্রণয়নপূর্বক "হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৬"** ঘোষণা করা হলো। এজেন্সিসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ" গ্রহণ করবে এবং হোটেল/বাড়ির মান ও দূরত্ব, পরিবহন, তাঁবুর জোন ও মিনা-আরাফায় সার্ভিস ক্যাটাগরি বিবেচনায় অতিরিক্ত দু'টি প্যাকেজ ঘোষণা করে হজযাত্রী নিবন্ধন করতে পারবে। তবে সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ (হজ প্যাকেজ-৩) এ বর্ণিত সেবা-সুবিধাদি কমিয়ে কোন প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে না। উল্লেখ্য, লিড এজেন্সির সাথে সমন্বয়কারী সকল এজেন্সিকে একই ধরনের প্যাকেজে হজযাত্রী নিবন্ধন করতে হবে।

সৌদি পর্বের চূড়ান্ত ব্যয়ের হিসাব না পাওয়ায় বিগত বছরের ব্যয়ের ধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য খরচ হিসাব করে হজ প্যাকেজ প্রণয়ন করা হলো। পরবর্তীতে রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোন খাতে খরচ বৃদ্ধি/হ্রাস করা হলে প্রযোজ্য খাতের বর্ধিত/হ্রাসকৃত ব্যয় প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে তা পরিশোধ করতে হবে অথবা ফেরত প্রদান করা হবে। এ বছর কুরবানীর অর্থ নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধ বাধ্যতামূলক হওয়ায় সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের প্যাকেজে কুরবানীর অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, হজযাত্রীর বিমান ভাড়া বাংলাদেশ অংশের ট্যাক্স ও চার্জ ব্যতীত ধরা হয়েছে।

২০২৬ সনের হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি, হজ এজেন্সি এবং হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলে **"হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৬"** যথাযথভাবে অনুসরণ করবে।

১। সরকারি মাধ্যমের 'হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ)':

১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৮৫ টাকা

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া {(মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ১%)+১৭.৫০% ভ্যাট}: (ক) মক্কা (৬৪০০.০০+৬৪.০০)= ৬৪৬৪.০০+১১৩১.২০ =৭৫৯৫.২০ সৌ.রি. (খ) মদিনা (১০০০.০০+১০.০০)= ১০১০.০০+১৭৬.৭৫=১১৮৬.৭৫ সৌ.রি.	৮৭৮১.৯৫	২৮৮৪৮৭.০৫
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন) (১৫% ভ্যাটসহ)	১২৯৮.৯০	৪২৬৬৮.৮৭
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ)	২১.০০	৬৮৯.৮৫
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'ডি+' ক্যাটাগরি অনুসারে)**	২৯৪৮.৮৫	৯৬৮৬৯.৭২
৫	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি: ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ১৫০.০০ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ২৪৩.০০ সৌ.রি.	৭৫২.৮০	২৪৭২৯.৪৮
৬	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: মিনার জোন-২	১২৫০.০০	৪১০৬২.৫০
৭	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেল এবং মক্কা/মদিনা হোটেল হতে জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দরে লাগেজ পরিবহন ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ)	৪০.০০	১৩১৪.০০
৮	কুরবানী (সৌদি মাসার নুসুক প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩৬৫২.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**১৫৮১৩.৫০**	**৫১৯৪৭৩.৪৭**
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:		
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight)		১৫৪৮৩০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি		৮০০.০০
৩	কল্যাণ তহবিল		৩০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি		৫০০.০০
৫	হজ গাইড		১৪৬৯৩.৫৫
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট		**১৭১১২৩.৫৫**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়		**৬,৯০,৫৯৭.০২ =৬,৯০,৫৯৭.০০**

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- শুধু হোটেলের দূরত্ব ও মিনা-আরাফায় সার্ভিস ক্যাটাগরি (ডি+ সার্ভিস) বিবেচনায় এই প্যাকেজকে বিশেষ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- প্রত্যেক হজযাত্রীর খাবার বাবদ প্রতিদিন ৩৫ সৌদি রিয়াল (কম/বেশি) ব্যয় হতে পারে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে খাবার ক্রয় করতে হবে
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে অবস্থানকাল হবে ৩৫-৪৭ দিন
- অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে রুম আপগ্রেডেশন ও শর্ট প্যাকেজ গ্রহণের সুবিধা
- শর্ট প্যাকেজে সৌদি আরবে অবস্থানকাল হবে ২২-৩০ দিন
- বহি:চত্বর বলতে মক্কায় মসজিদুল হারামের চারপাশে যে স্থান হতে হোটেল বা আবাসিক ভবন শুরু হয়েছে (ইব্রাহিম খলিল রোডে মক্কা টাওয়ার, আজিয়াদ রোডে সাফা টাওয়ার, কিং প্যালেসের মেইন গেইট)

হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ) এর রুম আপগ্রেডেশন:

সরকারি মাধ্যমের হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ) এর হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেলে প্রতিরুমে সর্বোচ্চ ৫ সিট থাকবে। তবে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মক্কা ও মদিনায় ২ অথবা ৩ সিটের রুম আপগ্রেডেশন এবং শর্ট প্যাকেজের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

সরকারি মাধ্যমের হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ) এর হজযাত্রীদের নিবন্ধনকালীন পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ

ক্রম	প্যাকেজের ধরন	প্যাকেজ মূল্য জনপ্রতি টাকা	প্রাথমিক নিবন্ধনের টাকা সমন্বয়	প্রাক নিবন্ধন সমন্বয় টাকা	চূড়ান্ত নিবন্ধনকালীন প্রদেয় (টাকা)	শর্ট প্যাকেজ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ
১	হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ)	৬,৯০,৫৯৭.০০	৩,৫০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	৩,১১,৫৯৭.০০	৩,৪৪,৪৪৭.০০
২	২ সিটের রুম	৯,৭৯,০৮৪.০০	৩,৫০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	৬,০০,০৮৪.০০	৬,৬৫,৭৮৪.০০
৩	৩ সিটের রুম	৮,৮২,৯২২.০০	৩,৫০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	৫,০৩,৯২২.০০	৫,৫৮,৬৭২.০০

- ভাড়াকৃত হোটেলে রুমের সিটের প্রাপ্যতা অনুসারে ৪ সিটের রুম ২ সিটে এবং ৫ সিটের রুম ৩ সিটে রূপান্তর করে আপগ্রেডেশন হিসাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্তরূপ আপগ্রেডেশন অনুযায়ী সিট বরাদ্দ প্রদান করা না হলে আনুপাতিক হারে অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ) এর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি:

- হারাম শরীফের বহি:চত্বর হতে হোটেলের দূরত্ব ৭০০ মিটারের মধ্যে
- মদিনায় মারকাজিয়া (সেন্ট্রাল এরিয়া) এলাকায় আবাসন
- মিনায় জোন-২ এ তাঁবুর অবস্থান এবং মিনা-আরাফায় 'ডি+' ক্যাটাগরির সার্ভিসসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ
- মক্কার হোটেল/বাড়ি হতে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফা-মিনায় বাস/ট্রেনযোগে যাতায়াত
- এ্যাটাচড্ বাথসহ মক্কা ও মদিনায় হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৫ জনের আবাসন
- কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর এর ব্যবস্থা

২। সরকারি মাধ্যমের 'হজ প্যাকেজ-২':

১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৮৫ টাকা

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া {(মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ১%)+১৭.৫০% ভ্যাট}: (ক) মক্কা (৩৮০০.০০+৩৮.০০) = ৩৮৩৮.০০+৬৭১.৬৫ = ৪৫০৯.৬৫ সৌ.রি. (খ) মদিনা (৭০০.০০+৭.০০)= ৭০৭.০০+ ১২৩.৭৩=৮৩০.৭৩ সৌ.রি.	৫৩৪০.৩৮	১৭৫৪৩১.৪৮
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন) (১৫% ভ্যাটসহ)	১১৮৫.০০	৩৮৯২৭.২৫
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ)	২১.০০	৬৮৯.৮৫
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'ডি' ক্যাটাগরি অনুসারে)**	২৫৮০.০০	৮৪৭৫৩.০০
৫	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ১৫০.০০ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ২৪৩.০০ সৌ.রি.	৭৫২.৮০	২৪৭৩০.০০
৬	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: মিনার জোন-২	১২৫০.০০	৪১০৬২.৫০
৭	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেল এবং মক্কা/মদিনা হোটেল হতে জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দরে লাগেজ পরিবহন ব্যয় (১৫%ভ্যাটসহ)	৪০.০০	১৩১৪.০০
৮	কুরবানী (সৌদি মাসার নুসুক প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩৬৫২.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**১১৮৮৯.১৮**	**৩৯০৫৫৯.৫৬**
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:		
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight)		১৫৪৮৩০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি		৮০০.০০
৩	কল্যাণ তহবিল		৩০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি		৫০০.০০

৫	হজ গাইড	১১৮৯১.০৮
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট	১৬৮৩২১.০৮
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়	৫,৫৮,৮৮০.৬৪ =৫,৫৮,৮৮১.০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- প্রত্যেক হজযাত্রীর খাবার বাবদ প্রতিদিন ৩৫ সৌদি রিয়াল (কম/বেশি) ব্যয় হতে পারে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে খাবার ক্রয় করতে হবে
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে অবস্থানকাল হবে ৩৫-৪৭ দিন
- অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে রুম আপগ্রেডেশন ও শর্ট প্যাকেজ গ্রহণের সুবিধা
- শর্ট প্যাকেজে সৌদি আরবে অবস্থানকাল হবে ২২-৩০ দিন
- খাবার পানি, হ্যান্ডওয়াশ/সাবান ও টয়লেট পেপার নিজ ব্যবস্থাপনায় ক্রয় করে ব্যবহার করতে হবে।

হজ প্যাকেজ-২ এর রুম আপগ্রেডেশন:

সরকারি মাধ্যমের হজ প্যাকেজ-২ এর হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেলে প্রতিরুমে সর্বোচ্চ ৬ সিট থাকবে। তবে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মক্কা ও মদিনায় ২ অথবা ৩ সিটের রুম আপগ্রেডেশন এবং শর্ট প্যাকেজের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

সরকারি মাধ্যমের হজ প্যাকেজ-২ এর হজযাত্রীদের নিবন্ধনকালীন পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ

ক্রম	প্যাকেজের ধরন	প্যাকেজ মূল্য জনপ্রতি টাকা	প্রাথমিক নিবন্ধনের টাকা সমন্বয়	প্রাক নিবন্ধন সমন্বয় টাকা	চূড়ান্ত নিবন্ধনকালীন প্রদেয় (টাকা)	শর্ট প্যাকেজ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ
১	হজ প্যাকেজ-২	**৫,৫৮,৮৮১.০০**	৩,৫০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	১,৭৯,৮৮১.০০	২,১২,৭৩১.০০
২	২ সিটের রুম	**৭,৩৪,৩১২.০০**	৩,৫০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	৩,৫৫,৩১২.০০	৪,২১,০১২.০০
৩	৩ সিটের রুম	**৬,৭৫,৮৩৫.০০**	৩,৫০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	২,৯৬,৮৩৫.০০	৩,৫১,৫৮৫.০০

- ভাড়াকৃত হোটেলে রুমের সিটের প্রাপ্যতা অনুসারে ৪ সিটের রুম ২ সিটে এবং ৫ সিটের রুম ৩ সিটে রূপান্তর করে আপগ্রেডেশন হিসাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্তরূপ আপগ্রেডেশন অনুযায়ী সিট বরাদ্দ প্রদান করা না হলে আনুপাতিক হারে অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

হজ প্যাকেজ-২ এর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি:

- মক্কায় হারাম শরীফের বহি:চত্বর হতে বাড়ি/হোটেলের দূরত্ব ১.২ হতে ১.৮ কি.মি. এর মধ্যে
- মদিনায় মার্কাজিয়া এলাকায় আবাসন
- মিনায় জোন-২ এ তাঁবুর অবস্থান এবং মিনা-আরাফায় 'ডি' ক্যাটাগরির সার্ভিসসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ
- মক্কার হোটেল/বাড়ি হতে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফা-মিনায় বাস/ট্রেনযোগে যাতায়াত
- এ্যাটাচড্ বাথসহ মক্কা ও মদিনায় হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন
- কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর এর ব্যবস্থা

৩। সরকারি মাধ্যমের 'হজ প্যাকেজ-৩':

১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৮৫ টাকা

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া {(মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ১%)+১৭.৫০% ভ্যাট}: (ক) মক্কা (২৪০০.০০+২৪.০০) =২৪২৪.০০+৪২৪.২০=২৮৪৮.২০ সৌ.রি. (খ) মদিনায় (৪০০.০০+৪.০০)=৪০৪.০০+৭০.৭০=৪৭৪.৭০ সৌ.রি. (গ) মক্কায় বাড়ি/হোটেল হতে হারাম শরীফে যাতায়াতের জন্য বাস ভাড়া= ৩০০.০০ সৌ.রি.	৩৬২২.৯০	১১৯০১২.২৭
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন) (১৫% ভ্যাটসহ)	১১৮৫.০০	৩৮৯২৭.২৫
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ)	২১.০০	৬৮৯.৮৫
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'ডি' ক্যাটাগরি অনুসারে)**	২৫০০.০০	৮২১২৫.০০
৫	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ১৫০.০০ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ২৪৩.০০ সৌ.রি.	৭৫২.৮০	২৪৭২৯.৪৮
৬	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: **(মিনার জোন-৫)**	৩১৫.০০	১০৩৪৭.৭৫
৭	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেল এবং মক্কা/মদিনা হোটেল হতে জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দরে লাগেজ পরিবহন ব্যয় (১৫%ভ্যাটসহ): ৪০.০০ সৌ.রি.	৪০.০০	১৩১৪.০০
৮	কুরবানী (সৌদি মাসার নুসুক প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩৬৫২.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	৯১৫৬.৭০	৩০০৭৯৭.৬০

	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:	
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight)	১৫৪৮৩০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	কল্যাণ তহবিল	৩০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৫০০.০০
৫	হজ গাইড	৯৯৩৯.৭৩
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট	১৬৬৩৬৯.৭৩
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়	৪,৬৭,১৬৭.৩৩ =৪,৬৭,১৬৭.০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- প্রত্যেক হজযাত্রীর খাবার বাবদ প্রতিদিন ৩৫ সৌদি রিয়াল (কম/বেশি) ব্যয় হতে পারে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে খাবার ক্রয় করতে হবে
- হজযাত্রীদের সৌদি আরবে অবস্থানকাল হবে ৩৫-৪৭ দিন
- খাবার পানি, হ্যান্ডওয়াশ/সাবান ও টয়লেট পেপার নিজ ব্যবস্থাপনায় ক্রয় করে ব্যবহার করতে হবে।

সরকারি মাধ্যমের 'হজ প্যাকেজ-৩' এর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি:

- মক্কায় আজিজিয়া এলাকায় বাড়ি/হোটেলে আবাসন (আনুমানিক দূরত্ব ৬-৮ কি.মি.)
- মক্কায় হারাম শরীফে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে যাতায়াতের জন্য এসি বাসের ব্যবস্থা
- মদিনায় মারকাজিয়া এলাকার বাহিরে আবাসন
- মিনায় জোন-৫ এ তাঁবুর অবস্থান এবং মিনা-আরাফায় 'ডি' ক্যাটাগরির সার্ভিসসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ
- মক্কার বাড়ি/হোটেল হতে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফা-মিনায় বাস/ট্রেনযোগে যাতায়াত
- এ্যাটাচড্/শেয়ারড্ বাথরুমসহ মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন
- কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর এর ব্যবস্থা

০৪। সরকারি প্যাকেজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ডেডিকেটেড ফ্লাইটে হজযাত্রীর ইকোনমিক ক্লাসের এয়ার টিকেট
- মক্কা, মদিনা, মিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান
- হজে গমনের পূর্বে হজ ক্যাম্প, ঢাকার ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা ও ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা
- হজযাত্রী ও হজ গাইডদের প্রশিক্ষণ
- হজ ও ওমরাহ সহায়িকা, লিফলেট, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ
- ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন আরবি ভাষায় দক্ষ, আইটি জ্ঞানসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ হজ গাইডের ব্যবস্থা
- ঢাকা হতে সৌদি আরবে গমনকারী হজযাত্রীদের বাংলাদেশ পর্বের বোর্ডিং, চেক-ইন ও ইমিগ্রেশন আশকোনা হজ ক্যাম্পে সম্পন্ন হবে
- মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরব পর্বের এ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন এবং হজযাত্রীদের লাগেজ বিমানবন্দর হতে হোটেলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা
- প্যাকেজ ঘোষণার পর প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী প্যাকেজের সমুদয় অর্থ অথবা প্রাথমিক নিবন্ধনের ৩,৫০,০০০.০০ টাকা জমা দিয়ে প্যাকেজ নির্বাচন করতে পারবে
- প্যাকেজ ঘোষণার পূর্বে প্রাথমিক নিবন্ধনকারী হজযাত্রী ই-হজ সিস্টেমে (www.hajj.gov.bd) হজ প্যাকেজ নির্বাচন করে ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত নিবন্ধনের ভাউচার গ্রহণ করতে পারবে
- প্রাথমিক নিবন্ধিত হজযাত্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ জমা দিয়ে চূড়ান্ত নিবন্ধন করবেন
- রুম আপগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে এক ভাউচারে সমসংখ্যক (২/৩ জন) হজযাত্রী আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে
- আপগ্রেডেশন বলতে শুধুমাত্র মক্কা ও মদিনার হোটেল/বাড়ির রুমের সিট সংখ্যা হ্রাস করা বুঝাবে। হোটেলের অবস্থানসহ প্যাকেজের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কোন পরিবর্তন হবে না
- রুম আপগ্রেডেশন সুবিধা গ্রহণকারী কাউকে পূর্ব হতে বিদ্যমান (Inbuilt) ২/৩ সিটের রুম বরাদ্দ দেয়া হলে সেক্ষেত্রে মূল ভাড়ার অতিরিক্ত ২ সিটের রুমের জন্য ৪০% এবং ৩ সিটের রুমের জন্য ২৫% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে

০৫। বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ: ১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৮৫ টাকা

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপ "বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ" ঘোষণা করা হলো:

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া {(মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ১%)+১৭.৫০% ভ্যাট}: (ক) মক্কা (৩০০০.০০+৩০.০০) = ৩০৩০.০০+৫৩০.২৫ = ৩৫৬০.২৫ সৌ.রি. (খ) মদিনা (৬০০.০০+৬.০০) = ৬০৬.০০+১০৬.০৫ = ৭১২.০৫ সৌ.রি. (গ) বাসভাড়া (বাড়ি/হোটেল হতে পরিবহন) = ৩০০.০০ সৌ.রি.	৪৫৭২.৩০	১৫০২০০.০০
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন) (১৫% ভ্যাটসহ)	১২৯৮.৯০	৪২৬৬৯.০০
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ)	২১.০০	৬৯০.০০
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): মিনা ও আরাফাহ মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনা ও আরাফায় 'ডি' ক্যাটাগরি সার্ভিস অনুসারে)**	২৫০০.০০	৮২১২৫.০০
৫	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ১৫০ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ২৪৩.০০ সৌ.রি.	৭৫২.৮০	২৪৭২৯.০০
৬	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি **(মিনার জোন-৫)**	৩১৫.০০	১০৩৪৮.০০
৭	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেলে লাগেজ পরিবহন ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ)	২০.০০	৬৫৭.০০
৮	কুরবানী (সৌদি মাসার নুসুক প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩৬৫২.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**১০২০০.০০**	**৩৩৫০৭০.০০**
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:		
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight)		১৫৪৮৩০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি		৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল		৩০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি		৫০০.০০
৫	হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম ও সার্ভিস চার্জ		৭০০০.০০
৬	হজ গাইড		১০৬৮৫.০০
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট		**১৭৪১১৫.০০**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়		**৫,০৯,১৮৫.০০**

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন সেবা খাতে যেকোন পরিবর্তন আনয়ন করলে তা যথাযথভাবে প্রযোজ্য হবে
- এজেন্সিসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ" গ্রহণ করবে এবং হোটেল/বাড়ির মান ও দূরত্ব, পরিবহন, তাঁবুর জোন ও মিনা-আরাফায় সার্ভিস ক্যাটাগরি বিবেচনায় অতিরিক্ত দু'টি প্যাকেজ ঘোষণা করে হজযাত্রী নিবন্ধন করতে পারবে। তবে সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ (হজ প্যাকেজ-৩) এ বর্ণিত সেবা-সুবিধাদি কমিয়ে কোন প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে না। উল্লেখ্য, লিড এজেন্সির সাথে সমন্বয়কারী সকল এজেন্সিকে একই ধরনের প্যাকেজে হজযাত্রী নিবন্ধন করতে হবে
- বিস্তারিত বর্ণনাসহ হজ প্যাকেজ ঘোষণা ব্যতীত হজযাত্রী নিবন্ধন করা যাবে না
- প্রত্যেক হজযাত্রীর খাবার বাবদ প্রতিদিন ৩৫ সৌদি রিয়াল (কম/বেশি) ব্যয় হতে পারে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সৌদি রিয়াল হজযাত্রীকে সঙ্গে নিতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে খাবার ক্রয় করতে হবে। যদি এজেন্সি কর্তৃক এই অর্থ হজযাত্রীর নিকট হতে গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে সৌদি সরকারের অনুমোদিত ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করতে হবে
- হজযাত্রীর সঙ্গে হজ এজেন্সির লিখিত চুক্তিতে মক্কা ও মদিনার বাড়ি/হোটেলের মান ও দূরত্ব, মিনায় তাঁবুর জোন ও সার্ভিস ক্যাটাগরি, সৌদি আরবে মোট অবস্থানকাল, খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিবরণ আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে
- হজ প্যাকেজ এজেন্সির নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ই-হজ সিস্টেমে আবশ্যিকভাবে আপলোড করতে হবে
- কুরবানীর অর্থ নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্ম ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে (ব্যাংক/পোস্ট অফিস) পরিশোধ করার কোন সুযোগ থাকবে না। নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে অর্থ পরিশোধ ব্যতীত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুরবানীর প্রচেষ্টা করা হলে সৌদি আইন অনুযায়ী হজযাত্রী/এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে

বেসরকারি এজেন্সির প্যাকেজের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি:

- ডেডিকেটেড ফ্লাইটে হজযাত্রীর ইকোনমিক ক্লাসের এয়ার টিকেট
- মক্কা-আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারামের বহি:চত্বর হতে সর্বোচ্চ ৩ কি.মি. এবং মদিনায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ ১ কি.মি. এর মধ্যে আবাসন
- এ্যাটাচড্ বাথরুমসহ প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন ব্যবস্থা
- মিনায় হজযাত্রীদের তাঁবু জোন-৫ এ এবং 'ডি' ক্যাটাগরির সার্ভিস

- মিনা এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন
- মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা যাতায়াতের জন্য ট্রেন/বাস (ডাবল ট্রিপ বাস) ব্যবস্থা
- মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান
- হজে গমনের পূর্বে হজ ক্যাম্প ঢাকার ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা ও ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা
- হজযাত্রী, মোনাজ্জেম ও হজ গাইডদের প্রশিক্ষণ
- হজ ও ওমরাহ সহায়িকা, লিফলেট, আইডি কার্ড সরবরাহ
- ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন আরবি ভাষায় দক্ষ, আইটি জ্ঞানসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ হজ গাইডের ব্যবস্থা
- ঢাকা হতে সৌদি আরবে গমনকারী হজযাত্রীদের বাংলাদেশ পর্বের বোর্ডিং, চেক-ইন ও ইমিগ্রেশন আশকোনা হজ ক্যাম্পে সম্পন্ন হবে
- মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরব পর্বের এ্যারাভাইল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন এবং হজযাত্রীদের লাগেজ বিমানবন্দর হতে হোটেলে পৌছানোর ব্যবস্থা

৬। ২০২৬ সনের হজে হজযাত্রী নিবন্ধনের সাধারণ নিয়মাবলি:

- সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমে নিবন্ধন করে হজে গমন করা যাবে
- ১২ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি ২০২৬ সনের হজে গমন করতে পারবেন
- আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশ ত্যাগে বাধা নেই এমন ব্যক্তি
- সৌদি আরবে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এমন ব্যক্তি নিবন্ধন করতে পারবেন না
- মেডিকেল ফিটনেস ব্যতিত কোন হজযাত্রী হজে গমন করতে পারবেন না
- দুরারোগ্য ব্যাধিতে (হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার সিরোসিস, কিডনি রোগে আক্রান্ত, নিউরোলজিক্যাল, মানসিক রোগ, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা, যক্ষ্মা এবং থেরাপি গ্রহণকারী ক্যান্সার রোগী) আক্রান্ত ব্যক্তি হজে গমন করতে পারবেন না
- ৭০ ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তি হজে গমনে ইচ্ছুক হলে অনূর্ধ্ব ৫০ বছর বয়স্ক একজন সুস্থ ও শারীরিকভাবে সামর্থবান হজযাত্রীকে সহযোগিতার জন্য সঙ্গে নিতে হবে
- এক নিবন্ধন ভাউচারে সর্বোচ্চ ১৪ জন হজযাত্রী যুক্ত (গ্রুপ) করা যাবে। এক্ষেত্রে গ্রুপের সকলকে একসঙ্গে হজে গমন করতে হবে
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্যাকেজমূল্যের সমুদয় অর্থ আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে
- বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী নাগরিক এবং পাসপোর্টের মেয়াদ ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত থাকতে হবে।

৭। হজ পালনের সময়কাল:

সাধারণত হজ প্যাকেজের সময়কাল হবে ৩৫-৪৭ দিন অর্থাৎ একজন হজযাত্রীকে পবিত্র হজ পালনের জন্য এই সময় সৌদি আরবে অবস্থান করতে হবে। শর্ট প্যাকেজের সময়কাল ২২-৩০ দিন হবে। এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সিডিউল প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্যাকেজের সময়কাল চূড়ান্ত হবে। হজযাত্রীর সাথে এজেন্সির সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত সৌদি আরবে অবস্থানকাল যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৮। সরকারি মাধ্যমে নিবন্ধন পদ্ধতি:

- হজপালনে যোগ্য বাংলাদেশের যে কোন মুসলিম নাগরিক চূড়ান্ত নিবন্ধন করে হজে যেতে পারবেন
- হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি ই-হজ সিস্টেমে (www.hajj.gov.bd) ভাউচার তৈরি করে প্রাক-নিবন্ধন করতে পারবেন। ভাউচারে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে বা অনলাইনে পরিশোধ করে সনদ গ্রহণ করবেন
- প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধন করতে পারবেন। ভাউচারে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সোনালী ব্যাংকে পরিশোধ করে সনদ গ্রহণ করবেন
- প্রাথমিক নিবন্ধিত হজযাত্রী হজ প্যাকেজ ঘোষণার পর ই-হজ সিস্টেমে প্যাকেজ নির্বাচন করে ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে ভাউচার গ্রহণ করবেন এবং একবার প্যাকেজ নির্বাচন করা হলে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না
- প্রাথমিক নিবন্ধিত হজযাত্রীকে নির্বাচিত প্যাকেজ অনুযায়ী অবশিষ্ট অর্থ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে সোনালী ব্যাংকে আবশ্যিকভাবে পরিশোধ করতে হবে
- হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বায়তুল মোকাররম, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধন ভাউচার তৈরি করা যাবে
- হজ কলসেন্টার ১৬১৩৬ নম্বরে ফোন করে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধন ভাউচার তৈরি করা যাবে
- প্রাক-নিবন্ধনের সময় জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট, নিজস্ব মোবাইল নম্বর ও হজযাত্রীর ব্যাংক তথ্য প্রয়োজন হবে
- প্রাক-নিবন্ধনের জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি বাবদ ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট ২৯,০০০.০০ (উনত্রিশ হাজার) টাকা এবং প্রাথমিক নিবন্ধনের জমাকৃত সমুদয় টাকা চূড়ান্ত নিবন্ধনের সময় প্যাকেজ মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে
- প্যাকেজের সমুদয় অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে হজযাত্রীকে পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করা হবে

- প্রাথমিক-নিবন্ধিত হজযাত্রী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ জমা প্রদান না করলে তিনি ২০২৬ সনের হজ পালনে ইচ্ছুক নয় বলে গণ্য হবেন এবং তাঁর প্রাথমিক নিবন্ধন বাতিল হবে
- চূড়ান্ত নিবন্ধন বা প্যাকেজ নির্বাচনের পর প্যাকেজ পরিবর্তন বা আপগ্রেডেশনের আবেদন করা যাবে না।

০৯। নিবন্ধন বাতিল ও অর্থ ফেরত প্রদান:

- সরকারি মাধ্যমে ২০২৬ সনে হজে গমনের জন্য প্রাথমিক নিবন্ধন বা প্যাকেজ মূল্য পরিশোধের পর হজে যেতে অপারগ বা ইচ্ছুক না হলে হজ পোর্টালের নিবন্ধন অপশনে অনলাইন রিফান্ড আবেদন এবং একই সাথে সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিত আবেদনপত্র মন্ত্রণালয় বা হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় জমা করতে হবে। নিবন্ধন বাতিলের আবেদন অনুমোদন হলে ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ কর্তনপূর্বক প্রাপ্য অর্থ আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে ফেরত প্রদান করা হবে
- ২০ জানুয়ারি ২০২৬ এর পর নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করা হলে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ (সৌদি পর্বের ব্যয়সহ) কর্তন করা হবে
- প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল করা হলে জমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ (প্রাক-নিবন্ধন ব্যতিত) প্রতিস্থাপনকারী হজযাত্রী প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীকে প্রদান করবেন
- প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে একই প্যাকেজে আওতাভুক্ত এবং একই জেন্ডারের হজযাত্রী হতে হবে। প্যাকেজ আপগ্রেডেশনকৃত হজযাত্রী প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে একই পরিবারের সদস্য হতে হবে। প্রতিস্থাপনকারীকে আবশ্যিকভাবে প্রাক-নিবন্ধিত হতে হবে।

১০। ভিসা প্রক্রিয়াকরণ:

১ হজযাত্রীকে সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপের মাধ্যমে নিজ দায়িত্বে বায়োমেট্রিক সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বায়োমেট্রিক সনদ ও পাসপোর্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয় বা হজ অফিস, ঢাকায় জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় হজযাত্রীর হজ পালন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে ভিসা বা টিকেট সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব কোনভাবেই কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে না

২ হজ অফিস, ঢাকা হতে হজযাত্রীর ভিসা এবং পাসপোর্ট যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে। এক্ষেত্রে হজযাত্রীর মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ করা হবে

৩ মক্কা ও মদিনায় ভাড়া করা বাড়ি/হোটেলের নাম দিয়ে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে ভিসা লজমেন্ট করতে হয় বিধায় হজযাত্রীর নামে বরাদ্দকৃত হোটেল পরিবর্তন করার কোন সুযোগ থাকবে না

৪ সৌদি নুসুক মাসার সিস্টেমে হজযাত্রীর ভিসা প্রাপ্তিতে কোন সমস্যা হলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার দায়ভার বহন করবে না।

১১। বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রী নিবন্ধন:

১. ২০২৬ সনের হজ কার্যক্রমের যোগ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হজ এজেন্সি ই-হজ সিস্টেমে নির্ধারিত ইউজারের মাধ্যমে হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন, প্রাথমিক নিবন্ধন ও চূড়ান্ত নিবন্ধন করবে এবং নিবন্ধন সনদ হজযাত্রীকে প্রদান করবে

২. ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের সমুদয় অর্থ আবশ্যিকভাবে এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে

৩. হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২২ (সংশোধিত) অনুসারে হজ এজেন্সি সৌদি আরবে প্রদেয় সেবা-সুবিধাদি, অবস্থানকাল, প্যাকেজ মূল্য ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক হজযাত্রীর সাথে চুক্তি করতে হবে। প্যাকেজ মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা করতে হবে। এজেন্সির ব্যাংক একাউন্টের তথ্য হজ পোর্টালের এজেন্সি প্রোফাইলে পাওয়া যাবে

৪. প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা হতে (ক) সৌদি আরবের বিমান বন্দর হতে হোটেল পর্যন্ত লাগেজ পরিবহন বাবদ ২০.০০ সৌ.রি. (খ) জমজম পানি (৫ লি. বোতল) বাবদ ২১.০০ সৌ.রি. (গ) মক্কায় ১% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ (৩০.০০ সৌ.রি+১৭.৫০% ভ্যাট ৫.২৫) ৩৫.২৫ সৌ.রি. মোট ৭৬.২৫ সৌ.রি. সমপরিমাণ ২৫০৫.০০ টাকা (ঘ) স্থানীয় সার্ভিস চার্জ ৮০০.০০ টাকা (ঙ) প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি ১০০০.০০ টাকা (চ) হজযাত্রীর কল্যাণ তহবিল ৩০০.০০ টাকা, (ছ) প্রশিক্ষণ ফি ৫০০.০০ টাকা সর্বমোট (২৫০৫.০০+৮০০.০০+১০০০.০০+৩০০.০০+৫০০.০০) = ৫১০৫.০০ টাকা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট (৩০,০০০.০০- ৫১০৫.০০) =২৪,৮৯৫.০০ (চব্বিশ হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ পরিশোধের জন্য সৌদি আরবে প্রেরণ করা হবে

৫. প্রাথমিক নিবন্ধন বাবদ জমাকৃত ৩,৫০,০০০.০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে বিমান ভাড়ার অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থ সৌদি আরবে হজযাত্রীর খরচ নির্বাহের জন্য প্রেরণ করা হবে

৬. হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে এজেন্সি হজযাত্রীকে পিআইডি (PID) প্রদান করবে

৭. এজেন্সিসমূহ নিয়োগকৃত হজ গাইড এর প্রাক-নিবন্ধন করে পিলগ্রিম আইডি প্রদান করবে। হজ গাইডকেও হজযাত্রীর ন্যায় অনুচ্ছেদ ১১(৪) এ বর্ণিত ৫১০৫.০০ টাকা প্রাক-নিবন্ধনের ৩০,০০০.০০ টাকা হতে কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য প্রেরণ করা হবে।

৮. প্রাক-নিবন্ধনের সময় জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট, নিজস্ব মোবাইল নম্বর ও হজযাত্রীর ব্যাংক তথ্য প্রয়োজন হবে

১২। প্রাক-নিবন্ধন বাতিল/স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন ও অন্যান্য করণীয়:

(ক) প্রাক-নিবন্ধন বাতিল ও স্থানান্তর:

১. প্রাক-নিবন্ধিত কোন হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা এজেন্সি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ (সংশোধিত) বিধি ২৮ অনুসরণ করতে হবে। হজ পোর্টালের (www.hajj.gov.bd) আইন ও বিধি মেন্যুতে বিধিমালাটি পাওয়া যাবে

২. প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীর লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ই-হজ সিস্টেমে প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা স্থানান্তর আবেদন করতে পারবে। হজযাত্রীর অজ্ঞাতে বা অনুমতি ছাড়া প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা স্থানান্তর করা হলে তা এজেন্সির অনিয়ম বা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে। প্রাক-নিবন্ধন বাতিলের সময় হজযাত্রীর মোবাইলে SMS প্রেরণ করা হবে।

৩. ইউজার বন্ধ বা নিষ্ক্রিয় এজেন্সির প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী স্থানান্তরে হজ অনুবিভাগে হজযাত্রী/এজেন্সির আবেদনের ভিত্তিতে সক্রিয় এজেন্সিতে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে স্থানান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে হজযাত্রীর অনুমতি নিয়ে এজেন্সি আবেদন করবে।

(খ) হজযাত্রীর প্রতিস্থাপন:

১. প্রাথমিক নিবন্ধিত/নিবন্ধিত হজযাত্রীর প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধামালা ২০২২ (সংশোধিত) এর বিধি ১৩ অনুসরণ করতে হবে। হজ পোর্টালের (www.hajj.gov.bd) আইন ও বিধি মেন্যুতে বিধিমালাটি পাওয়া যাবে

২. নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যু সনদ ই-হজ সিস্টেমে আপলোডপূর্বক হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করা যাবে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনের সময় মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে

৩. নিবন্ধিত হজযাত্রী অসুস্থতার কারণে হজ গমনে অক্ষম বা অপারগ হলে সিভিল সার্জন বা চিকিৎসকের প্রতিবেদন/সনদ এবং হজযাত্রী প্রতিস্থাপনের ফরম (ফরম-৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করতে পারবে

৪. এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রীর প্রতিস্থাপনের আবেদন সাবমিট করার সময় হজযাত্রীর মোবাইলে SMS প্রেরণ করে অবহিত করা হবে।

১৩। হজ এজেন্সির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. রাজকীয় সৌদি সরকার নির্ধারিত হজযাত্রীর সর্বনিম্ন কোটা কোন এজেন্সি এককভাবে বা সমন্বয়ের মাধ্যমে পূরণ করলে সেই এজেন্সি/লিড এজেন্সি সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রেরণ করতে পারবে

২. লিড এজেন্সির সাথে সমন্বয়কারী সকল এজেন্সি একই (Unique) ধরনের প্যাকেজে হজযাত্রী নিবন্ধন করবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে হজযাত্রী নিবন্ধন করা যাবে না

৩. প্যাকেজ ঘোষণার পূর্বে এজেন্সি সমন্বয়পূর্বক লিড এজেন্সি গঠন সংক্রান্ত নির্দেশনা হজ অনুবিভাগ হতে যথাসময়ে জারি করা হবে

৪. এজেন্সির জন্য সরকার ঘোষিত সাধারণ হজ প্যাকেজ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করে লিড ও সমন্বয়কারী এজেন্সি অতিরিক্ত ২টি প্যাকেজে হজযাত্রী নিবন্ধন করতে পারবে। হজ পোর্টালে প্রদর্শিত প্যাকেজের বাইরে ভিন্ন কোন প্যাকেজে হজযাত্রী নিবন্ধন করা যাবে না

৫. পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে লিড এজেন্সি নির্ধারণ করতে হবে। হজযাত্রী প্রেরণ, সৌদি আরবে হজযাত্রীর প্রাপ্য সেবা প্রদান ও দেশে প্রত্যাগমনসহ সার্বিক দায়িত্ব মোনাজ্জেম এবং স্ব স্ব এজেন্সিকে বহন করতে হবে

৬. লিড এজেন্সিতে হজযাত্রী স্থানান্তরের সময় প্রাথমিক নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ (৩,৫০,০০০.০০ টাকা) লিড এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে। এ জন্য হজ অনুবিভাগ অর্থ স্থানান্তরের সরকারি আদেশ যথাসময়ে জারি করবে

৭. লিড এজেন্সি হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য প্রাথমিক নিবন্ধনের অর্থ হতে হাজী প্রতি ১,৯৫,১৭০.০০ টাকা হিসাবে সকল হজযাত্রীর টাকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখার AGENCY PILGRIMS FUND PAYBLE TO KSA শিরোনামের হিসাবে প্রেরণ করবে

৮. লিড এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রী প্রতি ১,৫৪,৮৩০.০০ টাকা হিসাবে সকল হজযাত্রীর বিমান ভাড়ার জন্য ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে ৭ থেকে ২০ জানুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে এয়ারলাইন্স বরাবরে পে-অর্ডার করতে হবে

৯. ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ সমন্বয়কারী এজেন্সি লিড এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে প্রেরণ করবে। এর ব্যত্যয়ে সমন্বয়কারী এজেন্সির অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে

১০. লিড এজেন্সি হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচের প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অর্থ ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে ই-হজ সিস্টেমের ভাউচার তৈরির মাধ্যমে IBAN হিসাবে সৌদি আরবে প্রেরণ নিশ্চিত করবে

১১. রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক ঘোষিত রোডম্যাপের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে নিবন্ধন করে ৪ জানুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে মিনায় তাঁবু গ্রহণ ও সার্ভিস কোম্পানীর সাথে চুক্তি করতে হবে এবং ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া ও পরিবহন কোম্পানীর সাথে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে

১২. হজযাত্রীর বায়োমেট্রিক সম্পন্ন করে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ হতে ভিসার আবেদন করতে হবে এবং ২০ মার্চ ২০২৬ তারিখে ভিসা প্রদান বন্ধ হবে। এর পূর্বেই নিবন্ধিত সকল হজযাত্রীর ভিসার আবেদন নুসুক মাসার সিস্টেমে সাবমিট নিশ্চিত করতে হবে

১৩. একটি এজেন্সি ন্যূনতম ৪৬ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করবে অর্থাৎ ১ জন গাইডের সমসংখ্যক হজযাত্রী হলে সেই এজেন্সি অন্য এজেন্সির সাথে সমন্বয় করতে পারবে। অন্যথায় যে কোন এজেন্সিতে স্থানান্তর (Transfer) করে হজযাত্রীর হজ পালন নিশ্চিত করবে

১৪. কোন এজেন্সির হজযাত্রী কম থাকলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হলে বা শাস্তি প্রাপ্ত হলে বা সৌদি সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হলে ঐ এজেন্সির হজযাত্রীদের সম্মতিক্রমে অন্য এজেন্সিতে স্থানান্তর (Transfer) করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ স্থানান্তর গ্রহণকারী এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে প্রদান করতে হবে

১৫. হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকা গ্রহণ, ফিটনেস সনদ গ্রহণ এবং বাংলাদেশ হতে সৌদি আরবে গমন বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের হজ কোটায় ভিসা গ্রহণকারী কোন হজযাত্রী ভিন্ন দেশ হতে সরাসরি সৌদি আরবে গমন করতে পারবেন না

১৬. হজ প্যাকেজের অর্থ হজযাত্রীগণ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন। গ্রুপ লিডার বা কোন প্রতিনিধির ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে হজযাত্রীর নিকট হতে হজের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না

১৭. এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীর জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করা যাবে না

১৮. হজ এজেন্সিসমূহ পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা এবং এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে হজযাত্রীর হজে প্রেরণের তারিখ চূড়ান্ত করে বিমান টিকেট সংগ্রহ করবে। এক ফ্লাইটে কমপক্ষে একজন গাইডের সমসংখ্যক হজযাত্রী (৪৬+১) প্রেরণ করতে হবে

১৯. এজেন্সির সকল হজযাত্রীকে সৌদি আরবে প্রি-হজ ফ্লাইট সিডিউলের শেষের দিকে একসাথে প্রেরণ করা যাবে না অর্থাৎ সিডিউল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ করতে হবে। কোন এজেন্সির অধিকাংশ হজযাত্রী প্রি-হজ ফ্লাইটের শেষ সময়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে

২০. প্রি-হজ ফ্লাইট সিডিউলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে (১১ দিন) একটি এজেন্সির মোট হজযাত্রীর কমপক্ষে ২০ শতাংশ হজযাত্রী সৌদি আরব প্রেরণ করতে হবে

২১. সমন্বয়কারী এজেন্সির হজযাত্রীর জন্য বিমান টিকেটের পে-অর্ডার সমন্বয়কারী এজেন্সি সরাসরি করতে পারবে না। লিড এজেন্সি সমন্বয়কারী এজেন্সির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে হজযাত্রীর বিমান টিকেটের জন্য ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে এয়ারলাইন্স বরাবর পে-অর্ডার করবে

২২. রাজকীয় সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্লাইট যাত্রার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে হজযাত্রীর প্রি-এ্যারাইভাল ডাটা লিড এজেন্সি কর্তৃক সৌদি ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করতে হবে। সমন্বয়কারী এজেন্সি প্রয়োজনীয় তথ্য যথাসময়ে প্রদান নিশ্চিত করবে। এর ব্যত্যয়ে এজেন্সির দায়িত্ব অবহেলার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে

২৩ হজযাত্রীর বিমান টিকেট ও পাসপোর্টের সাথে ভিসা সংযুক্ত করে একসাথে হজযাত্রীকে দিতে হবে। হজযাত্রীর বাড়ি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বাড়িভিত্তিক স্টিকার/RFID ট্যাগ লাগেজে সংযুক্ত নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক লিড এজেন্সি HMIS সিস্টেমে ট্রিপ মেনুতে 'লাগেজ ট্যাগ' ফরমটি হজ ফ্লাইটের কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পূর্বে আবশ্যিকভাবে পূরণ করবে

২৪. কোনো হজযাত্রীর জন্য ফ্রি টিকেট ব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি হজ পোর্টালে তথ্য প্রদান করবে যাতে কোটার তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়

২৫. মোনাজ্জেম এজেন্সির প্রতিনিধি হিসাবে সৌদি আরবে প্রেরিত এজেন্সির সকল হজযাত্রীর হজ পালনের যাবতীয় কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবেন। হাজী/লাগেজ হারিয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনা/জেদ্দাকে অবহিত করবেন এবং উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন

২৬ প্রত্যেক হজ এজেন্সি ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য আরবি ভাষায় দক্ষ, আইটি জ্ঞান সম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ একজন হজগাইড নিয়োগ করবে। ই-হজ সিস্টেমের HMIS এর ট্রিপ অপশনে গাইডের সাথে হজযাত্রী সংযুক্ত করে তথ্য এন্ট্রি করতে হবে। মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা, জামারাসহ হজের সফরে একজন গাইড তার আওতাধীন সকল হজযাত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন

২৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে হজ গাইডকে আবশ্যিকভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। হজ গাইডের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করলে বা প্রশিক্ষণে গাইডের পরিবর্তে হজযাত্রীকে প্রেরণ করা হলে তা এজেন্সির দায়িত্ব পালনে অনিয়ম হিসেবে গণ্য করা হবে

২৮. প্রত্যেক লিড এজেন্সি HMIS সিস্টেমে প্রয়োজনীয় তথ্য (মক্কা ও মদিনার বাড়ির চুক্তি ও তাসরিয়ার কপি, ফ্লাইট, মক্তব, গাইড ইত্যাদি) প্রদান করে হজযাত্রীদের অনুমতিপত্র গ্রহণ ও ফ্লাইটের পূর্বে বিতরণ করবে

২৯. কোন এজেন্সি/লিড এজেন্সির স্বত্বাধিকারী বা মোনাজ্জেম এজেন্সির কোন হাজী সৌদি আরব রেখে এবং বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনাকে অবহিত না করে বাংলাদেশে আসতে পারবে না

৩০. হজযাত্রী মক্কা/মদিনায় পৌছার পর এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মোনাজ্জেম ও হজ গাইডের সৌদি আরবের মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা ও মদিনায় প্রদান করতে হবে

৩১. প্রত্যেক এজেন্সি হজ প্যাকেজ, মোনাজ্জেমের নাম ও মোবাইল নম্বর, মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত হোটেল/বাড়ির নাম ও ঠিকানা, হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি তথ্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে

৩২ প্যাকেজ মূল্য, সৌদি আরবে অবস্থানকাল, মক্কা-মদিনায় প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ (সংশোধিত) এর ফরম-১৩ অনুসারে হজযাত্রীর সাথে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করে ওয়েবসাইটে আপলোড করবে

৩৩ প্রাথমিক নিবন্ধিত বা PID প্রাপ্ত কোন হজযাত্রীর লিখিত অনুমতি ছাড়া নিবন্ধন **বাতিল/প্রতিস্থাপন** করা যাবে না

৩৪. নুসুক মাসার সিস্টেমে এজেন্সির একাধিক সাব-ইউজার তৈরি করা হলে লিড এজেন্সির ইউজার হতে বাড়ি ভাড়া, সার্ভিস কোম্পানির চুক্তিসহ যাবতীয় পেমেন্ট প্রদান করতে হবে

৩৫ সৌদি আরবের সার্ভিস কোম্পানী ও মক্তবের সঙ্গে সমন্বয় এবং নুসুক মাসার সিস্টেমে তথ্য হালনাগাদ করে সৌদি পর্বের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে

৩৬ সৌদি সরকারের আইন অনুযায়ী অবৈধ মালামাল/দ্রব্যাদি হজযাত্রী পরিবহন করছেন না তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪। সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি ও করণীয়:

১. প্রত্যেক হজযাত্রীকে প্যাকেজ মূল্যের সমুদয় অর্থ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে

২. হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধনের জমাকৃত অর্থ হতে প্রসেস ফি বাবদ ১০০০.০০ টাকা কর্তন করা হবে

৩. হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে বা স্বনামধন্য বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সম্পন্ন করে রিপোর্টসহ নির্ধারিত টিকা কেন্দ্রে মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা নিয়ে টিকা সংবলিত ও দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নন মর্মে সিভিল সার্জন বা নির্ধারিত চিকিৎসক কর্তৃক ফিটনেস সনদ গ্রহণ করতে হবে। হজ পোর্টালে হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে ফিটনেস সনদ ডাউনলোড করা যাবে

৪. বাংলাদেশের হজ কোটায় ভিসা গ্রহণকারী সকল হজযাত্রীকে বাংলাদেশে টিকা ও ফিটনেস সদন গ্রহণ করে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ হতে সৌদি আরবে গমন করতে হবে

৫. একজন হজযাত্রী সর্বোচ্চ ২টি ট্রলিব্যাগে (দৈর্ঘ্য ৬৫ সেমি, প্রস্থ ৪৫ সেমি এবং উচ্চতা ২৫ সেমি) ৪৬ কেজি (প্রতিটি ব্যাগে সর্বোচ্চ ২৩ কেজি করে) ওজন এবং একটি ৭ কেজি ওজনের হ্যান্ড ব্যাগ (দৈর্ঘ্য ৪৫ সেমি, প্রস্থ ৩৫ সেমি এবং উচ্চতা ২০ সেমি) সঙ্গে নিতে পারবেন। ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, whatsapp যুক্ত মোবাইল নম্বর, মোনাজ্জেম/গাইডের মোবাইল নম্বর ইংরেজিতে লিখতে হবে। অন্যথায় লাগেজ হারানো গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। হ্যান্ড ব্যাগে ১ সেট ইহরামের কাপড়, নিত্যব্যবহার্য ঔষধ এবং ব্যবহার্য কাপড় নেয়া জরুরী

৬. সৌদি সরকারের আইন অনুযায়ী হজযাত্রীর লাগেজে নেশা জাতীয় ঔষধ, তামাক পাতা, জর্দা, গুল, শুটকী, গুড়, রান্না করা খাবার, পঁচনশীল দ্রব্য ইত্যাদি পরিবহন করা নিষিদ্ধ

৭. ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মত অসুস্থতার জন্য প্রেসক্রিপশনসহ নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ, স্ট্রিপ ইত্যাদি অবশ্যই (কমপক্ষে ৫০ দিনের) সঙ্গে নিবেন

৮. ঢাকার হজযাত্রীগণ হজ ফ্লাইট সময়ের কমপক্ষে ৬ ঘন্টা পূর্বে এবং ঢাকার বাইরের হজযাত্রীগণ কমপক্ষে ১ দিন পূর্বে ঢাকাস্থ আশকোনা হজক্যাম্পে আগমন করবেন। হজক্যাম্প ডরমেটরিতে বিনামূল্যে থাকা এবং নিজ খরচে ক্যান্টিনে খেতে পারবেন

৯. ঢাকা হতে সৌদি আরবে গমনকারী হজযাত্রীদের বোর্ডিং ও ইমিগ্রেশন হজ ক্যাম্প, আশকোনা এবং মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্পন্ন হবে। লাগেজ সরাসরি জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে হজযাত্রীর হোটেল/বাড়িতে পৌছানো হবে

১০. সৌদি আরবে হজযাত্রীকে Nusuk Card (হজের অনুমতি কার্ড), মোয়াল্লেম কার্ড (হজযাত্রী এবং তাঁবুর তথ্য সম্বলিত কার্ড), হোটেলের কার্ড ও বাংলাদেশ থেকে প্রদত্ত হজযাত্রীর পরিচয়পত্র সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে। Nusuk Card ব্যতীত কোন হজযাত্রী হোটেলের বাইরে বের হলে সৌদি পুলিশ কর্তৃক আটক হওয়ার আশংকা থাকবে। Nusuk Card সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে, হারানো যাবে না

১১. www.hajj.gov.bd হতে ও ১৬১৩৬ নম্বরে ফোন করে এবং 'লাব্বাইক মোবাইল অ্যাপ' হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানা যাবে। সৌদি আরবে অবস্থানকালে হজযাত্রীর পরিচয়পত্রের পেছনে প্রদর্শিত নম্বরে ফোন করে তথ্য জানা যাবে এবং অভিযোগ করা যাবে

১২. মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-জামারার কার্যাবলী হজগাইডের সাথে দলগতভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিশেষত কংকর নিক্ষেপের জন্য জামারায় গমন, তাঁবুতে প্রত্যাগমন বা মক্কায় একাকী গমন পরিহার করতে হবে। হারিয়ে গেলে আতংকিত না হয়ে বাংলাদেশ হজ মিশন অফিস, মক্কায় গমন করতে হবে। প্রয়োজনে 'লাব্বাইক মোবাইল অ্যাপ' এর SOS বাটনে ক্লিক বা হটলাইন নম্বর (০০৯৬৬৮০০১১৬০০২৯) এ ফোন করতে হবে

১৩. সৌদি আরবে অবস্থানকালে রাজনীতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন, মানববন্ধন, ভিক্ষাবৃত্তি, চুরিসহ সকল প্রকার অনৈতিক এবং অপরাধমূলক কাজের জন্য সৌদি সরকারের আইনানুগ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে

১৪. রাজকীয় সৌদি সরকারের পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বা হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান বা খারাপ আচরণ করা যাবে না। এর ব্যত্যয়ে হজযাত্রী গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা থাকবে

১৫. হজের সফরে মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীর ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষ রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী লাশ সৌদি আরবে দাফন করেন। এ বিষয়ে মৃতের পরিবার/ স্বজনদের আপত্তি উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই। হজ শেষে মৃত্যু সনদ হজ অফিস, ঢাকার মাধ্যমে মৃতের পরিবার/ওয়ারিশ/বৈধ প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হয়

১৬. লাগেজ হারানো গেলে বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় সরাসরি বা এজেন্সির মোনাজ্জেম/গাইডের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। দেশে ফেরার পথে লাগেজ হারানো গেলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি এয়ারপোর্টের "লস্ট এন্ড ফাউন্ড" সেকশনে জানাতে হবে

১৭. জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় স্থাপিত মেডিকেল সেন্টার হতে হজযাত্রীগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন

১৮. হজ পোর্টালের (www.hajj.gov.bd) মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ প্রদান করা যাবে। অভিযোগের শুনানীতে অভিযোগকারীকে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে। সকল অভিযোগ ই-হজ সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকবে

১৯. হজযাত্রার অনুমতিপত্র হজ ফ্লাইটের পূর্বে হজ এজেন্সির নিকট হতে সংগ্রহ অথবা ই-হজ সিস্টেম হতে ডাউনলোড করে সঙ্গে রাখতে হবে

২০. হজ ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়ে কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল হবে এবং দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী এবং হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে

২১. প্রত্যেক হজযাত্রীর নিজস্ব মোবাইল নম্বরসহ স্মার্ট ফোন থাকতে হবে। ফোনে 'লাব্বাইক মোবাইল অ্যাপ' ইনস্টল এবং রেজিস্টার করে নিতে হবে

২২. হজ সফরের যে কোন সময় হজযাত্রীর পাসপোর্ট মোয়াল্লেম অফিস হতে ফেরত নেয়া হলে পরবর্তীতে সব দায়-দায়িত্ব হজযাত্রীকে বহন করতে হবে

২৩ হজযাত্রী মোবাইল ফোনে রোমিং সুবিধা গ্রহণ না করলে সৌদি আরবে পৌছানোর পর মোবাইল সিম সংগ্রহ করে ইন্টারনেট প্যাকেজ গ্রহণ করতে হবে

২৪. একা চলাফেরার পরিবর্তে দলগতভাবে চলাফেরা, পাহাড়-পর্বতে আরোহণ হতে বিরত থাকা এবং রাস্তা পারাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য জরুরি

২৫. সৌদি রিয়াল, পাসপোর্ট, ভিসা ও বিমান টিকেটসহ মূল্যবান দ্রব্যাদি নিজ দায়িত্বে সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে

২৬ হজ শেষে দেশে ফেরার সময় লাগেজে নির্ধারিত ওজনের বেশি মালামাল নেয়া যাবে না। লাগেজে জমজম পানি বহনে সৌদি সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পানিসহ অবৈধ মালামাল লাগেজে বহন করা যাবে না

২৭. মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজে যেতে সক্ষম না হলে জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ ফেরত প্রদান করা হবে

২৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা হজের সময় সঙ্গে নেয়া যাবে

২৯. ২৫ জিলক্বদ ১৪৪৭ হিজরির পরে কোন হজযাত্রী মক্কা কিংবা জেদ্দা থেকে সড়ক পথে মদিনায় গমন করতে পারবেন না

৫ জিলহজের পরে কোন হজযাত্রী মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থান করতে পারবেন না

৩০. হজের পরে ১৪ জিলহজের পূর্বে কোন হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না

১৫। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং এয়ারলাইন্সের করণীয়:

১. হজযাত্রী পরিবহনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত এয়ারলাইন্স তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত কোটা অনুযায়ী হজযাত্রী পরিবহন করবে

২. এয়ারলাইন্সসমূহ হজ চুক্তি এবং বরাদ্দকৃত কোটা অনুযায়ী সৌদি আরবের জেদ্দা ও মদিনা বিমানবন্দরের মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক হজযাত্রীর গমনাগমন নিশ্চিত করবে

৩. এয়ারলাইন্সসমূহ সরকার ঘোষিত হজ প্যাকেজের নির্ধারিত বিমান ভাড়ায় ডেডিকেটেড ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করবে। ডেডিকেডেড ফ্লাইটে বিজনেস ক্লাসের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা যাবে না

৪. হজযাত্রীর কোটা বরাদ্দ প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সসমূহ ফ্লাইট সিডিউলের খসড়া ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য GACA-য় প্রেরণ করে অনুলিপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে

৫. বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসমূহের ফ্লাইট সিডিউল ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে

৬. GACA ও বেবিচক অনুমোদিত ফ্লাইট সিডিউল এয়ারলাইন্সসমূহ ৫-৭ জানুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে প্রকাশ করে নিজস্ব ওয়েবসাইট ও হজ পোর্টালে আপলোড করবে

৭. এয়ারলাইন্সসমূহ এজেন্সির নিকট হতে টিকেটের চাহিদা প্রাপ্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে টিকেট প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে এবং পে-অর্ডার প্রাপ্তির ০২ দিনের মধ্যে হজযাত্রীর অনুকূলে টিকেট ইস্যু করতে হবে

৮. এয়ারলাইন্সসমূহ কেবলমাত্র এজেন্সি কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার গ্রহণ করে হজযাত্রীর টিকেট ইস্যু নিশ্চিত করবে। কোনোভাবে নগদ অর্থ, সিস্টেম বহির্ভূত ইস্যুকৃত পে-অর্ডার গ্রহণ করবে না। এয়ারলাইন্সসমূহ তার জন্য নির্ধারিত কোটার অতিরিক্ত পে-অর্ডার এজেন্সি হতে গ্রহণ করতে পারবে না

৯. এয়ারলাইন্সসমূহ পে-অর্ডার গ্রহণের সিরিয়াল অনুযায়ী আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে টিকেট বরাদ্দ করবে। এয়ারলাইন্সসমূহ ই-হজ সিস্টেমের মাধ্যমে পে-অর্ডার রিসিভ নিশ্চিত করবে। একটি ফ্লাইটে এজেন্সি কর্তৃক ইস্যুকৃত স্বল্প সংখ্যক হজযাত্রীর পে-অর্ডার গ্রহণ নিরুৎসাহিত করবে অর্থাৎ কোন একটি ফ্লাইটে একটি এজেন্সির ৪৭ জনের অধিক সংখ্যক হজযাত্রী গমন করবেন।

১০. একটি এজেন্সির সকল/অধিকাংশ হজযাত্রীর বিমান টিকেট প্রি-হজ ফ্লাইট সিডিউলের শেষের দিকে একসাথে ইস্যু করা যাবে না অর্থাৎ সিডিউল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে টিকেট ইস্যু করতে হবে। কোন এজেন্সির অধিকাংশ হজযাত্রীর টিকেট প্রি-হজ ফ্লাইটের শেষ সময়ে ইস্যু করা হলে তা সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় অন্তরায় হিসেবে গণ্য হবে

১১. প্রি-হজ ফ্লাইট সিডিউলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে (১১ দিন) একটি এজেন্সির মোট হজযাত্রীর কমপক্ষে ২০% হজযাত্রীর টিকেট ইস্যুকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এলারলাইন্স গ্রহণ করবে

১২. এজেন্সির অনুকূলে টিকেট ইস্যু করে এয়ারলাইন্সসমূহ নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ ই-হজ সিস্টেমে আবশ্যিকভাবে Entry করবে। টিকেট ইস্যুর সঙ্গে সঙ্গে PNR, টিকিট নম্বর ও ফ্লাইট নম্বর দিয়ে হজযাত্রীকে SMS প্রদান করবে

১৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Advanced Pilgrim Information System বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এয়ারলাইন্সসমূহ ফ্লাইট ছাড়ার ২৪ ঘন্টা পূর্বে প্রথমবার এবং ফ্লাইট ছাড়ার সাথে সাথে দ্বিতীয়বার টিকিট নম্বরসহ Passenger Name List (PNL) সঠিক ফর্মেটে ই-হজ সিস্টেমে আপলোড করবে। প্রি-হজ এবং পোস্ট হজ উভয় পর্বের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে

১৪. এয়ারলাইন্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ই-হজ সিস্টেমে ইউজার আইডি তৈরি, সিস্টেমে ফ্লাইট এন্ট্রি/ পে-অর্ডার গ্রহণ/টিকিট বিক্রয়/ PNL ডাটা প্রদান এবং ফ্লাইট স্ট্যাটাস হালনাগাদ করবে। ফ্লাইট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত হজ পোর্টালে লাইভ প্রদর্শনের লক্ষ্যে এয়ারলাইন্সসমূহ বিষয়টি মনিটরিং করবে

১৫. এয়ারলাইন্সসমূহ ই-হজ সিস্টেমে তথ্য প্রদান, হজযাত্রীর অনুকূলে টিকিট বিক্রি সংক্রান্ত SMS প্রদান ও অন্যান্য সেবা প্রস্তুতি হজ ফ্লাইট শুরুর ১ (এক) মাস পূর্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করবে

১৬. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পরিবহনের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করবে

১৭. হজে গমনের পূর্বে হজযাত্রীর মৃত্যু হলে এয়ারলাইন্স টিকেটের সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করবে। মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীর সাথে সহগামী হিসেবে নিবন্ধিত পরিবারের কোন সদস্য হজে গমন না করলে তার/ তাদের বিমান ভাড়ার অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে। সৌদি আরবে হজযাত্রীর মৃত্যু হলে ৫০ শতাংশ ভাড়া মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ফেরত দিতে হবে

১৮. দুর্ঘটনা/ গুরুতর অসুস্থতা/ ভিসা জটিলতা/ অন্য কোন যৌক্তিক কারণে নির্ধারিত ফ্লাইটে কোন হজযাত্রীর গমন সম্ভব না হলে এয়ারলাইন্সসমূহ প্রতিস্থাপন সুবিধা হজযাত্রীকে প্রদান করবে। এক্ষেত্রে সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীর ক্ষেত্রে হজযাত্রী হজ অফিস, ঢাকা এবং এজেন্সির হজযাত্রীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কমপক্ষে ৩৬ ঘন্টা পূর্বে এয়ারলাইন্সকে অবহিত করবে

১৯. ফ্লাইট সিডিউল বাতিল/Delay/ সংযোজন/ সংশোধন থাকলে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স তাৎক্ষণিকভাবে ই-হজ সিস্টেমে হালনাগাদ করবে যাতে হজ পোর্টালে সঠিক তথ্য প্রদর্শিত হয়। একই সাথে হজযাত্রীকে এসএমএস ও এজেন্সিকে ই-মেইল-এর মাধ্যমে অবহিত করবে

২০. হজ পরবর্তী ফ্লাইটে হজযাত্রীদের টিকেট পরিবর্তন প্রয়োজন হলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নীতিমালা অন্য এয়ারলাইন্সসমূহ অনুসরণ করবে

২১. সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিমান ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে Adult Fare এর সমপরিমাণ ভাড়া মূল বিমান ভাড়া হিসাবে ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য, যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিমানের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী পবিত্র হজ পালনে একবার ০১ টি ফ্রী টিকেট প্রাপ্ত হন

২২. হজের নিয়ম-কানুন সম্বলিত তৈরিকৃত ভিডিও এয়ারলাইন্সসমূহ আবশ্যিকভাবে হজে গমনকালে বিমানে (In Flight) প্রদর্শন করবে। ভিডিও প্রদর্শন না করা হলে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের অসহযোগিতা/অবহেলা হিসাবে গণ্য হবে

২৩ হজযাত্রীর অর্থায়নে ক্রয়কৃত জমজম পানি সৌদি আরব থেকে ফিরতি ফ্লাইটে পরিবহন নিশ্চিত করবে। হাজীসাহেবগণ দেশে ফেরার সময় বাংলাদেশের এয়ারপোর্টসমূহ প্রত্যেক হাজীকে ৫ লিটারের এক বোতল জমজম পানি সরবরাহ করবে

২৪. হজযাত্রীর লাগেজ হোটেল/বাড়িতে প্রেরণ নিশ্চিতকল্পে একই ফ্লাইটে হজযাত্রীর সাথে লাগেজ পাঠাতে হবে

১৬। ব্যাংকের দায়িত্ব-কর্তব্য:

১. হজ ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর সৌদি আরব পর্বের প্যাকেজ অনুসারে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমতি প্রদান করবে

২. সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে

৩. হজ কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি লিড ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে

৪. সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের নিবন্ধন অর্থ পরিশোধের জন্য সোনালী ব্যাংক ডেবিট পুলসহ উন্নততর পেমেন্ট পরিষেবা প্রদান করবে।

৫. সোনালী ব্যাংক পিএলসি সরকারি-বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন International Debit Card/ প্রিপেইড কার্ড প্রদান করবে

৬. হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য সোনালী ব্যাংক পিএলসি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় যথাসময়ে বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ নিশ্চিত করবে

৭. হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে যথাসময়ে এজেন্সির IBAN এ প্রেরণ করবে

৮. হজ কার্যক্রমের জন্য এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীর অর্থ জমা থাকবে। এই অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে এজেন্সি কর্তৃক উত্তোলন/স্থানান্তর করা যাবে না

৯. হজযাত্রীর টিকেট ক্রয়ের জন্য ই-হজ সিস্টেমে এজেন্সির করা ভাউচারের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ পে-অর্ডার ইস্যু করবে

১০. এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীদের জমাকৃত অর্থের বিপরীতে কোন এজেন্সিকে ঋণ প্রদান করা যাবে না

১১. হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধনের অর্থ জমার ৪৫ দিনের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংক স্থানান্তর করবে

১২. অন্যবিধ নির্দেশনা না থাকলে এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত উদ্বৃত্ত অর্থ হজ শেষে এজেন্সি উত্তোলন করতে পারবে

১৩. হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ হজের প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/চূড়ান্ত নিবন্ধনের অর্থ ই-হজ সিস্টেমে প্রস্তুতকৃত ভাউচারের মাধ্যমে গ্রহণ করে হজযাত্রীকে সনদ প্রদান করবে।

১৪. হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য ব্যাংকসমূহ এজেন্সির IBAN হিসাবে নির্ধারিত সময়ে এবং একই বিনিময় হারে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

১৭। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (কেন্দ্রীয় ঔষধাগারসহ) দায়িত্ব/করণীয়:

১. হজযাত্রীর মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা যথাসময়ে সরবরাহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ

২. টিকা সংগ্রহ ও দেশের সকল জেলা/টিকা কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ এবং টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা ও টিকা প্রদান করে হজ পোর্টালের ই-হেলথ প্রোফাইলে তথ্য এন্ট্রি করবে। হজযাত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নয় এবং হজ পালনে সক্ষম মর্মে ফিটনেস সনদ প্রদান করবে

৪. দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত (হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার সিরোসিস, কিডনি রোগে আক্রান্ত, নিউরোলজিক্যাল, মানসিক রোগ, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা, যক্ষ্মা এবং থেরাপি গ্রহণকারী ক্যান্সার রোগী) শারীরিকভাবে অক্ষম বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ফিটনেস সনদ প্রদান করা যাবে না

৫. সৌদি আরবে হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৬. হজ ফ্লাইট শুরুর পূর্ব থেকে শেষ হজ ফ্লাইট পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ঔষধসহ একটি মেডিক্যাল টিম সার্বক্ষণিকভাবে হজ ক্যাম্পে প্রস্তুত রাখবে

১৮। হজ কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের করণীয়:

১. সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে

২. মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় হজযাত্রীদের চেকইন, বোর্ডিং, লাগেজ গ্রহণ, ইমিগ্রেশন কার্যক্রম হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ/সংস্থা যথাযথভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে

৩. হজযাত্রীর আশকোনায় আগমন এবং আশকোনা হতে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সময় ট্রাফিক পুলিশ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে

৪. হজে গমনেচ্ছুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর দেশের সকল জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়কে বিশেষ কাউন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে

৫. হজযাত্রীর তথ্য অনলাইনে যাচাইয়ের জন্য ই-হজ সিস্টেমের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র, এমআরপি ও ই-পাসপোর্টের আন্ত:সংযোগ প্রক্রিয়া থাকা জরুরী। সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং NTMC হজযাত্রীর NID ও পাসপোর্টের সঠিকতা অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে

৬. মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হজ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় গাইডলাইন, লিফলেট, হজ সহায়িকা, হজ প্যাকেজের গেজেট বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি যথাসময়ে প্রকাশে সহায়তা প্রদান করবে।

৭. বাংলাদেশ টেলিকমিনিউকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) হজের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারকারীদের নিকট এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারে সহযোগিতা প্রদান করবে

৮. সৌদি আরবে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে ক্রয়কৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা হতে কার্গো বিমানযোগে জেদ্দায় প্রেরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, নার্স/ব্রাদার্স, ওটি এ্যাসিস্ট্যান্ট/ল্যাব টেকনেশিয়ান, ফার্মাসিস্ট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন প্রদান করবে

১০. মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় হজযাত্রীর লাগেজ ট্র্যাকিং এর জন্য RFID সম্বলিত লাগেজ ট্যাগ এবং সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় ইকুয়েপমেন্টস HSIA'য় স্থাপনের লক্ষ্যে আমদানিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শুল্ক মওকুফ সুবিধা প্রদান করবে। এজন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ ঢাকা কাস্টমস হাউজ-কে ছাড়করণে পত্র প্রদান করলে যথাসময়ে অনুমতি প্রদান করতে হবে

১১. গণপূর্ত অধিদপ্তর হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে হজক্যাম্পের প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে হজ ক্যাম্প প্রস্তুত করবে। হজযাত্রীর সাথে আগত আত্নীয়-স্বজনদের জন্য বিশ্রামাগার এবং টয়লেটের ব্যবস্থা গ্রহণ, হজক্যাম্প নিয়মিত পরিস্কার করা, হজক্যাম্পের চারপাশের ময়লা ও আগাছা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

১২. সিটি কর্পোরেশন হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ০৭ দিন পূর্ব হতে হজক্যাম্প মশামুক্ত করার জন্য নিয়মিতভাবে মশা নিধন ঔষধ প্রয়োগ, হজক্যাম্পের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করা, ভ্রাম্যমাণ টয়লেট সরবরাহপূর্বক তা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করবে। হজ ক্যাম্পের সম্মুখভাগের রাস্তা প্রস্তুতসহ যাতে আশে-পাশে জলাবদ্ধতা না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে

১৩ হজ ফ্লাইট শুরুর ০৩ দিন পূর্ব থেকে শেষ হজ ফ্লাইট পর্যন্ত ডেসকো সার্বক্ষণিক নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে

১৪. হজ ফ্লাইট শুরু থেকে শেষ হজ ফ্লাইট পর্যন্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসহ ফায়ার সার্ভিস বিভাগের একটি টিম হজ ক্যাম্পে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখবে

১৫. হজ ক্যাম্পে হজযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন তথ্য/সংবাদ প্রচারের নিমিত্ত তথ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ একটি টিম সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখবে

১৯। হজ প্যাকেজ ২০২৬ এর হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ:

- রাজকীয় সৌদি সরকারের নিকট হতে সৌদি পর্বে হজযাত্রী প্রতি ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব পাওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাকেজ ২০২৬ এর ব্যয়ের খাতসমূহ সমন্বয় বা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি/হ্রাস করতে পারবে।

শব্দের পূর্ণরূপ:

HMIS = Hajj Management Information System IBAN = International Bank Account Number NTMC = National Telecommunication Monitoring Center. BTRC = Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission HSIA = Hazrat Shahjalal International Airport	PID = Pilgrim Identification Number HAAB = Hajj Agencies Association of Bangladesh GACA = General Authority of Civil Aviation PNR = Passenger Name Record PNL = Passenger Name List

২৯/৯/২০২৫
ড. মো: আয়াতুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ১৬.০০.০০০০.০০৩.৪০.০২৮.২৫-১০৮৬

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪৩২ / ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব/সচিব...................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা
৬. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, রাজকীয় সৌদি দূতাবাস,গুলশান, ঢাকা
৭. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব
৮. চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব (সকল), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, ডিজিএফআই, ঢাকা
১১. মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, এনটিএমসি, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
১৭. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
১৮. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, সচিবালয় লিঙ্করোড, ঢাকা
১৯. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
২০. প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ
২২. মান্যবর কনসাল জেনারেল, কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ, জেদ্দা, সৌদি আরব
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক লি., প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ)
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা
২৫. উপদেষ্টার একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)
২৬. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব
২৭. পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা
২৮. পরিচালক (প্রশাসন)/পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা/পরিচালক, সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা
২৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ভাইস প্রেসিডেন্ট,..........ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ)
৩০. জেলা প্রশাসক...(সকল জেলা)

৩১. পুলিশ সুপার... (সকল জেলা)
৩২. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৩. সিভিল সার্জন... (সকল জেলা)
৩৪. পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন................................. (সকল বিভাগ)
৩৫. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্যাকেজটি বাংলাদেশ গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৩৬. সিনিয়র তথ্য অফিসার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্যাকেজটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৩৭. সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (হজ প্যাকেজটি www.mora.gov.bd প্রকাশের জন্য)
৩৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার... (সকল উপজেলা)
৩৯. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ....(সকল উপজেলা)
৪০. উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন.......................... (সকল জেলা)
৪১. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), ঢাকা (সকল এজেন্সিকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
৪২. কান্ট্রি ম্যানেজার, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, ঢাকা
৪৩. ম্যানেজার (মার্কেটিং এন্ড সেলস), ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স, ঢাকা
৪৪. স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার,------------------ (হজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল হজ এজেন্সি)
৪৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লিঃ, ঢাকা (প্যাকেজটি www.hajj.gov.bd এ প্রকাশের জন্য)
৪৬. অফিস কপি

২৯/৯/২০২৫

মোহাম্মদ সফিউজ্জামান ভুইয়া
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২-৫৫১০১১১৯
ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd